১৯-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- সর্বদা সুখী থাকো, যত বাবাকে স্মরণ করবে তত সুখ পাবে , এটাই বাচ্চারা বাবা তোমাদের আশীর্বাদ করেন "

প্রশ্ন - সঙ্গমযুগে তোমরা বাচ্চারা কি এমন শুভ কার্য করো, যেটা সারা কল্পে কখনো হয় না ?

উত্তর -- পবিত্র হওয়া আর পবিত্র তৈরী করা -- সবচেয়ে শুভ কাজ । পবিত্র হলে তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারো । বাবা বলেন পবিত্র হওয়ার যুক্তি হল মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা আমাকে স্নেহের সাথে স্মরণ করো । দেহী অভিমানী (আত্মা) হয়ে সবাইকে যুক্তি শোনাতে থাকো।

গীত --: কে এই খেলা রচনা করেছে .....

ওম শান্তি । শিববাবা নিজের বাচ্চাদের, শালিগ্রামদের বসে বোঝাচ্ছেন । সকলেই শিববাবাকে জানে। শিববাবার যে নিজের শরীর হয় না , এটাও সবাই জানে । শিবের প্রতিমা তো একটাই হয় , এতে কোনো তফাত হয় না । ওঁনাকে লিঙ্গ রূপেই দেখানো হয় । যেমন মানুষ হয় , মানুষের মধ্যে যেমন কোনো তফাত হয় না, সবারই দুটো করে চোখ কান আর একটা নাক হয় । আত্মা কোনো লুকিয়ে থাকা জিনিস নয় । যেমন মানুষদের, দেবতাদের পূজো হয় , সেইরকম আত্মা আর পরমাত্মারও পূজো হয় । শিবের মন্দিরে অনেক ছোটো ছোটো শালিগ্রাম রাখা থাকে , যাদের পূজো হয় । মানুষদের মধ্যে দুই প্রকারের পূজো হয় -- এক বিকারীর, দ্বিতীয় নির্বিকারীদের, একে ভূত পূজো বলা হয় কারণ এখানে তো কারোরই শরীর পবিত্র হয় না । পাঁচ তত্ব দ্বারা এই শরীর তৈরী হয় । মাটির তৈরী করা ভূত হয় । মুর্তি যখন বানানো হয়, তখনও মাটি আর জল মেশানো হয় , তারপর তাকে শুকোবার জন্য রোদ দরকার পড়ে । রোদ হলো আগুনের অংশ । প্রথমে রোদ দিয়ে আগুন জ্বালানো হতো । তাহলে বাচ্চারা তো জানে যে নিরাকারেরই পূজো হয় । সাকার দেবতাদেরও পূজো হয় আবার মানুষেরও পূজো হয় । দেবতা হলো পবিত্র, এখানে সবাই অপবিত্র । বাকী পূজো তো ভূতের (পাঁচ তত্বেরই) হয় । আত্মা যে কি জিনিস, এটা মানুষরা জানে না । বলা হয় অনুভব করো নিজেকে (realise your self) । আত্মাকে অনুভব করো । আত্মা হলো বিন্দুর মত । অনেকে সাক্ষাৎকারও করেছে । বর্ণনা করে যে একটি ছোট লাইট ওনার কাছ থেকে বেরিয়ে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে । আচ্ছা, এর থেকে লাভ তো কিছুই হয় না । নারদ আর মীরা ভক্তিতে যে অতি তীব্র ছিল । সাক্ষাৎকার হলেও তো সিড়ি দিয়ে নামতে হবে, তাই না! অল্পকালের জন্য শুধু লাভ হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা আত্ম অভিমানী হয়েছো । তোমরা নিজেরাও জানো যে আগে আমরা দেহ অভিমানী ছিলাম । এবার এইসব হলো নতুন কথা । আত্মা পড়াশোনা করছে । বাবা আমাদের পড়ান, এতে একদম নিশ্চয় রাখতে হবে । প্রথমেই যেন নিশ্চয় হয়ে যায় । আত্ম অভিমানী হতে হবে । অর্দ্ধকল্প আত্ম অভিমানী হতে হয় আবার অর্দ্ধকল্প দেহ অভিমানীঅভিমানী হতে হয় । সত্যযুগে আত্মার কোনো শুদ্ধ অভিমান হয় না যে আমরা পরমাত্মাকে জানি । শুদ্ধ আর অশুদ্ধ অভিমান হয় না ! কর্তব্যও শুভ আর অশুভ হয় । বলা হয় শুভ কার্যে দেরী করা উচিত নয় ।বাবা বলেন আমি তোমাকে কত ভালো তৈরী করি । তুমি পবিত্র হবে তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে । এইরকম শুভ কার্য আর কিছু হয় না । তুমি পবিত্র

ছিলে । এবার প্রতিটি মূহুর্তে বাবা বলছেন যে দেহী অভিমানী তৈরী হও (আত্মা হওয়ার প্র্যাকটিস করো) । নিজেকে আত্মা বুঝে বাবার সাথে পুরো ভালোবাসা রাখতে হবে । আত্মার সম্পর্ক শুধুমাত্র এক বাবার সাথেই হয় । তিনিই বসে পড়ান । প্র্যাক্টিকলে এটা হলো অনুভবের কথা । বেহদের বাবার থেকে আমরা বেহদের স্বর্গের অধিকার (বর্সা) নিয়ে থাকি । বাবাও বলেন হে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা । আত্মাদের বলেন । আত্মারাই কান দিয়ে শোনে । তোমরা বোঝো আজ আমাদের মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা বলে কে ডাকছেন? মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা । বাবা তো বাচ্চাদের অনেক ভালোবাসেন, তাই না! অনেক খুশীতে তিনি বাচ্চাদের পালনা করেন । ইনি হলেন বাচ্চাদের বেহদের বাবা । আত্মা বলে আমরা শরীরের ইন্দ্রিয় দিয়ে শোনাই । অজ্ঞান কালে বাবা বাচ্চাদের কতটা ভালোবাসেন । উত্তরাধিকার হয় , তাই তাদের তিনি যোগ্য তৈরী করেন, যার ফলে তারা অনেক সুখী হয় । অধিকার প্রাপ্ত করে । বলা হয় না -- বাচ্চারা বেঁচে থাকো, আর সুখী হও । আশীর্বাদ করতেই থাকবেন । বাচ্চারা সদৈব সুখী হও । কিন্তু তারা তো সর্বদা সুখী হয় না । তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা আমাদের আশীর্বাদ দেন যে সদা সুখী থাকো, আমায় স্মরণ করো । বাবা কত স্নেহের সাথে , প্রেমের সাথে আর নম্রতার সাথে বসে বোঝাচ্ছেন । বাবা তো বাচ্চাদের সার্ভেন্ট, তাই না! কত বাচ্চাদের চাকরী করতে হয় । মা যখন মারা যায়, তখন বাবাকেই তো বাচ্চাদের সবকিছু করতে হয় । বাবা এইভাবে কত বাচ্চাদের স্নেহের সাথে বসে বোঝান । নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে । হে আত্মা তোমাকে বাবার থেকে বর্সা অর্থাৎ অধিকার নিতে হবে । দেহের ভান ছেড়ে নিজেকে আত্মা বোঝো -- এই হলো আসল পাঠ । বাচ্চারা ক্ষনে ক্ষনে ভুলে যায় । বলে তারা বাবাকে মনে করতে (স্মরণ করতে) ভুলে যায় । স্মরণ অক্ষরটি খুবই সহজ । যোগ বা নেষ্ঠা ইত্যাদি হলো শাস্ত্রের অক্ষর । বাবা কত সহজ ভাবে বলছেন শুধু আমাকে স্মরণ করো । বাবাকে দেখলে অনেক খুশি হওয়া দরকার । আমার মতো বাবা দুনিয়ায় আর কেউই পায় না । তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা পতিত হয়েছিলাম । এবার বাবা এসে পবিত্র তৈরী করছেন, এইজন্য তাঁকে ডাকাও হয় হে পতিতপাবন আসুন, এসে আমাদের (আত্মাদের) পবিত্র বানাও । বাবাকে স্মরণ করা ছাড়া আর কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না । এর নামই তো হলো সহজ স্মরণ, সহজ জ্ঞান । বাচ্চারা এসব বুঝেও গেছে । বাবা হলেন সত্, চৈতন্য । ওঁনার আত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানের অথোরিটি । এখানে মানুষের মহিমা হয় , অমুক শাস্ত্রের অথোরিটি । এখানে বাবা বলেন আমিই সব বেদ শাস্ত্রকে জানি আর আমিই হলাম অথোরিটি । ভক্তি মার্গে চিত্রও দেখানো হয় যে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বেরিয়েছে । সেটা আবার শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে । ব্রহ্মা দ্বারা সব বেদ শাস্ত্রের সার বোঝানো হয় । বাবা সব কথা খুবই ভালো ভাবে বোঝান । এবার ব্রহ্মা তো হন সূক্ষ্ম বতনে । ভগবান হলেন মূল বতনে । এবার সূক্ষ্ম বতনে কাদের জ্ঞান শোনাবে । অবশ্যই এখানে এসে শোনাবে তাইতো । এইসব হলো অনেক বোঝার কথা । ব্রহ্মা দ্বারা সব শাস্ত্রের সার ভগবান কোথায় শোনাবেন? শোনানোর কথা তো এখানে হয় ।

এবার তোমরা প্র্যাক্টিকলে জানো যে ভগবান কেমন করে এসে ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন । বাচ্চাদের তো অনেক খুশী হওয়া উচিত । এখানে বসে বাবা তোমাদের খাজানা ভরেন । তিনি বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা সোনার মতো তৈরী হবে । এই ভারত সোনার পাখী হয়ে যাবে । বাবা যে মূলবতন থেকে এসে ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের শাস্ত্রের সার বোঝান, এটা তোমরা জানো । বাবা সব রহস্য বোঝান । ঐ যোগ, তপ-দান-পুণ্য ইত্যাদি দিয়ে কেউই মুক্তি পায় না । মানুষরা বোঝে এইসব রাস্তা দিয়ে মুক্তি পাওয়া যায় । যদি এমনি হতো তাহলে পতিতপাবন

বাবার আসার দরকার কি ছিল! যদি ফেরত যাওয়ার রাস্তা থাকতো তো সবাই যেতো, না! দুনিয়ায় যত মানুষ তত মত হয় । এবার বাচ্চাদের বাবা বুঝিয়েছেন যে কেউই ফেরত যেতে পারে না । বাবা বলেন আমি এনার দ্বারা সব বেদ শাস্ত্রের সার বোঝাই । ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) অনেক গুরু করেছিলেন, লেখাপড়া করে ছিলেন, এবার বাবা বলেন এইসবকে ভুলে যাও । পতিতপাবন তো পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হবে । তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, বৃক্ষপতি চৈতন্য । আত্মারা হলো সব চৈতন্য । তুমি জানো আমাদের মূলবতনে গিয়ে আবার পার্ট প্লে করতে আসতে হবে । অর্দ্ধকল্প সুখের পার্ট প্লে করতে হবে । পুরো বিষয়টি পড়া করার ওপরে নির্ভরশীল । যত পড়বে তত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । এই পড়াটি হলো অনেক উচ্চ মানের । এম অবজেক্টই হলো নর থেকে নারায়ণ, আর মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার । যখন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম হয় তখন কোনো হিংসা হয় না । সেখানে বিকারের কথাই নেই আর না আছে কোনো লড়াই ঝগড়া ।

এখন তোমরা বোঝো যে যখন অনেক ধর্ম হয় তখন ভাষাও অনেক হয় । একরকম ভাষা সবার হতে পারে না । এবার তোমাদের অদ্বৈত ধর্ম স্থাপন হচ্ছে । অদ্বৈত বা দেবতা একই অক্ষর হয় । এখন তোমরা দেবতা ধর্মের জন্য তৈরী হচ্ছ । গানও আছে না -- বাবা আমরা আপনার থেকে একুশ জন্মের জন্য পুরো বিশ্বের বাদশাহী গ্রহন করি । ওখানে কেউই এরকম বলবে না যে এটা আমার জায়গা, এখান থেকে যাওয়া চলবে না । এখানে তো একে অপরকে ভয় দেখাতে থাকে । বসে বসে লড়াই ঝগড়া ঝামেলা করার ভুত এসেছে । তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা শ্রীমতে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি । আমরা বিশ্বের মালিক তৈরী হচ্ছি । আমরা ভারতেই থাকবো । দিল্লির আশেপাশেই নদীর তীরে স্থিত হবে । সেখানে সদৈব আবহাওয়া চিরবসন্ত (spring season) থাকে , সবাই সুখী থাকে । প্রকৃতিও হয় সতোপ্রধান । তুমি বুঝতে পারছো আমরা আবার কিভাবে দৈবী রাজ্য স্থাপন করছি । তাহলে বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করার জন্য কতটা খুশী হওয়া দরকার । নিরন্তর স্মরণ করো আর কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না , তবে স্মরনেই পরিশ্রম আছে । মুহূর্তে মুহূর্তে বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাওয়া হয় । দেহ অভিমানে থাকলে উল্টো কাজ করা হয় । প্রথম বিকারই হলো দেহ অভিমান , এই হলো তোমাদের বড় শত্রু । দেহী অভিমানী না থাকার কারণে আবার কাম ইত্যাদি বিকারও দংশন করে । বাচ্চারাও বোঝে লক্ষ্য অনেক উঁচু । পবিত্রও থাকতে হবে । তুমি হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ । কোটি কোটি মানুষের কাছে গিয়ে ভূঁ -ভূঁ করতে থাকো । কচ্ছপের উদাহরণও এখানে তোমাদেরকে দেওয়া যায় । বাবা বোঝান যদিও তুমি নিজের কাজকর্ম ইত্যাদি করো, অফিসে বসো, দেখো কোনও গ্রাহক নেই তো স্মরণে বসে যাও । সাথে চিত্র রাখো তো তোমার অভ্যাস হয়ে যাবে । আমরা বাবার স্মরণে বসে যাই । বাবা তো অনেক প্রকারের যুক্তি দিয়ে থাকেন । ভক্তি মার্গে চিত্রকে স্মরণ করা হয় । এখানে হলো বিচিত্রের স্মরণ । নতুন কথা হলো তাইনা! নিজেকে আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করো । নতুন কথা হওয়ার জন্য পরিশ্রম লাগে আর এটাই প্র্যাকটিস করতে হবে । জ্ঞান তো পাওয়া হয়েছে । বিষ্ণু থেকে কিভাবে ব্রহ্মা হয়, এটাও বোঝানো হয়েছে । বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের চুরাশী জন্মের পরে তারাই আবার ব্রহ্মা সরস্বতী হন । এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে থাকে না । বিষ্ণুর নাভি থেকে কোনও ব্রহ্মা বেরোয় না । বাবা বলেন আমি তোমাদের বাচ্চাদের স্বদর্শন চক্রধারী তৈরী করি । তোমরা তো এইসবের অর্থও জানো । তোমাদের অক্ষরই এমন গুপ্ত হয় কেউই নকল (copy)

করতে পারে না । আজকাল তো নকলও করা হয় । সাদা পোষাকধারীও অনেক তৈরী হয় , ঈর্ষাও করে (রীস করা) । তবে এতে কেউই নকল করতে পারে না ।

এখন বাচ্চারা তোমরা বোঝো যে আমরা রোজ বাবার সামনে বসে পড়া শুনি । বাইরেও বাচ্চারা বোঝে হয়তো -- মধুবনে শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা মুরলী চালান । আত্মাই বাবাকে স্মরণ করে । স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হয় কারণ যখন থেকে বিকারী হয়েছো ,তখন থেকেই জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথার উপর রয়েছে । তমোপ্রধান হয়ে গেছো । তমোপ্রধান হতে অর্দ্ধকল্প লেগেছে । সতো রজো তমো হতে হতে আত্মা খাদ পড়ে ময়লা হয়েছে । খাদ এবার অবশ্যই বের করতে হবে । নইলে বাবার স্মরণ ছাড়া আত্মা উড়তে পারবে না । মায়া রাবণ সবার পাখা কেটে দেয় । এইসব হলো বোঝার কথা । মোক্ষ ইত্যাদি তো কেউই প্রাপ্ত করে না । ডাকাও হয় যে আমাদের পতিতদের এসে পবিত্র তৈরী করো । ব্যস এতে আর কোনো কথা নেই । তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কিভাবে হতে পারো, বাবা এই শিক্ষাই দিয়ে থাকেন । বাচ্চাদের লিখতেও থাকেন । বাচ্চারা তোমরা বাবাকে ভোলার জন্য তমোপ্রধান হয়েছো । এবার বাবাকে স্মরণ করে সতোপ্রধান হতে হবে । সতোপ্রধান বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করো । তোমাদের আত্মাতে চুরাশী জন্মের জ্ঞান রয়েছে । চুরাশীর চক্র পুরো করেছো । আত্মায় কত বিশাল পার্ট ভরা হয়েছে । খুবই অদ্ভুত তাইনা! এতো ছোটো আত্মায় কত পার্ট ভরা হয়েছে । আত্মা বলে আমরা চুরাশী জন্ম গ্রহণ করেছি । এখন তোমরা সবকিছুই বোঝো । মানুষেরা তো কিছুই জানে না । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন যে তোমরা আত্মারা চুরাশী জন্ম ভোগ করো । এক শরীর ছেড়ে (ত্যাগ) দ্বিতীয় গ্রহন করো । পুনর্জন্ম হতে হতে সীড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসেছো । এবার আবার সতোপ্রধান হয়ে রাজ্য করতে হবে তো কত খুশী হওয়া দরকার । বাবা আমাদের কল্পে কল্পে বেহদের অধিকার (বর্সা) দেন । তোমরা বাচ্চারা তো ওঁনার পরিচয় পেয়েছো । তোমরা জানো আমরা মালার পুতি তৈরী হই, যারা আবার নম্বর অনুসারে রাজত্ব করবে । সেই রাজধানীর যা রীতি -রেওয়াজ হবে সেগুলি আবার রিপীট হবে । সেসব আর ফালতু মনে রাখার দরকার নেই । কি হবে কেমন করে হবে । যেমন রাজ্য করেছো সেরকমই করবে । সেইসবই সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে । চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই । আচ্ছা । --

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার --:

১) শুভ কাজে দেরী করবে না । পবিত্র হয়ে বাবার কাছ থেকে পুরো অধিকার (বর্সা) নিতে হবে । নিজেকে যোগ্য তৈরী করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে । বাবার সাথে সম্পূর্ণ ভালোবাসা রাখতে হবে ।

২) কাজকর্ম করতে করতে বিচিত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে । কোনও ব্যর্থ খেয়াল চিন্তা ভাবনা করা চলবে না । সতোপ্রধান হতে হবে । অপার খুশীতে থাকতে হবে ।

বরদান --: হৃদয়ে সদা এক বাবাকে বসিয়ে সত্যিকারের সেবা করতে সমর্থ মায়াজীত, বিজয়ী ভব !

হনুমানের বিশেষত্ব দেখানো হয় যে সে সদা সেবাধারী, মহাবীর ছিল, সেই কারণেই নিজে না জ্বলে লেজ দিয়ে লঙ্কা জ্বালিয়েছিল, তাহলে এখানেও যারা সদা সেবাধারী হয় তারা মায়ার অধিকারকে শেষ করতে পারে । যারা সেবাধারী নয় তারা মায়ার রাজ্যকে জ্বালাতে পারে না । হনুমানের হৃদয়ে সদা এক রাম বাস করতো, তো বাবা ছাড়া আর কেউই হৃদয়ে যেন না থাকে, নিজের দেহের স্মৃতিও না থাকে, তবেই মায়াজীত, আর বিজয়ী হতে পারবে ।

স্লোগান --: যেমন আত্মা আর শরীর কম্বাইন্ড হয় সেই রকম তোমরা বাবার সাথে কম্বাইন্ড থাকো।